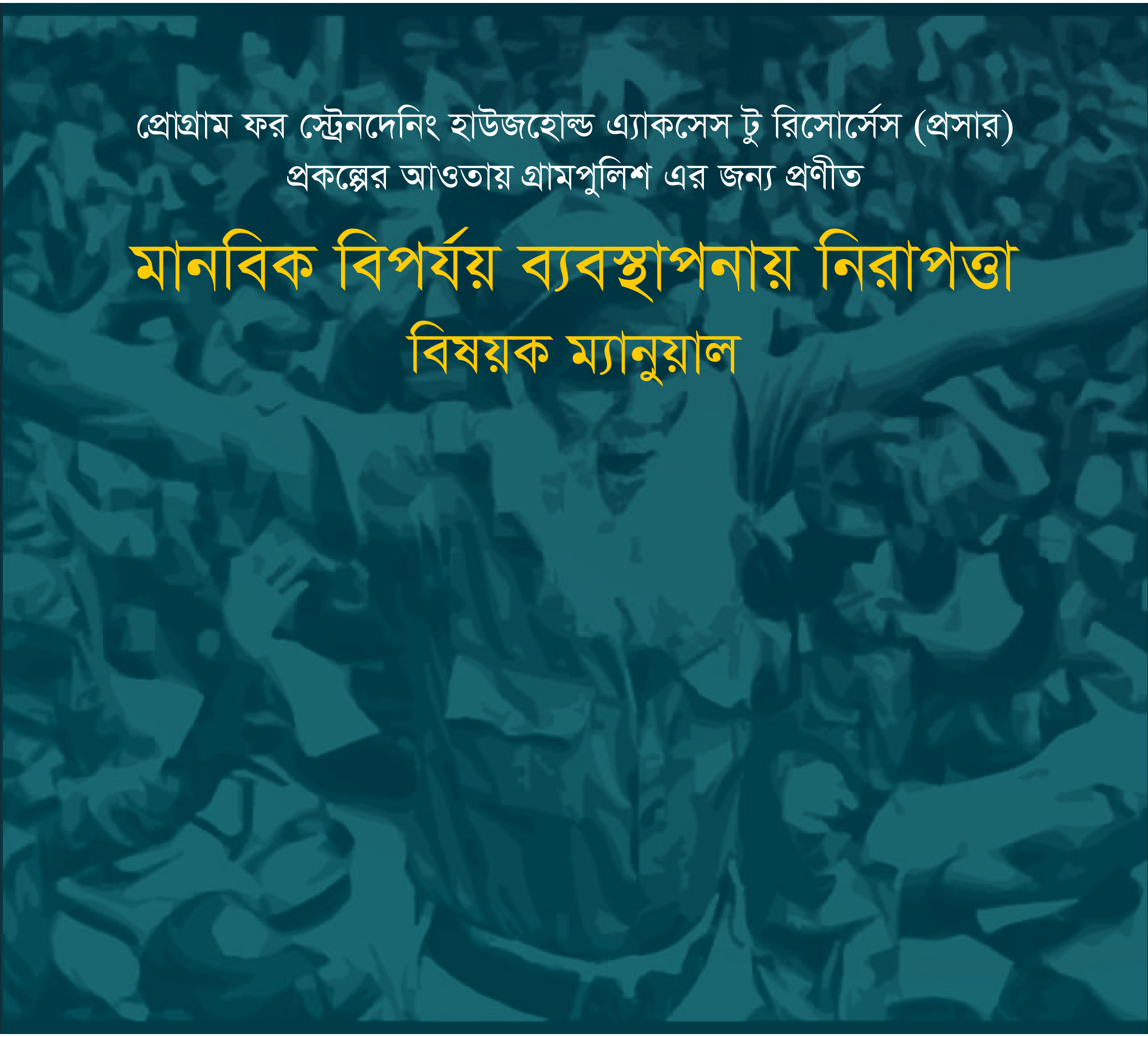

প্রোগ্রাম ফর স্ট্রেনদেনিং হাউজহোল্ড এ্যাকসেস টু রিসোর্সেস (প্রসার)
প্রকল্পের আওতায় গ্রামপুলিশ এর জন্য প্রণীত

মানবিক বিপর্যয় ব্যবস্থাপনায় নিরাপত্তা বিষয়ক ম্যানুয়াল

প্রোগ্রাম ফর স্ট্রেনদেনিং হাউজহোল্ড এ্যাকসেস টু রিসোর্সেস (প্রসার)
প্রকল্পের আওতায় গ্রামপুলিশ এর জন্য প্রণীত

মানবিক বিপর্যয় ব্যবস্থাপনায় নিরাপত্তা বিষয়ক ম্যানুয়াল

প্রোগ্রাম ফর স্ট্রেনদেনিং হাউজহোল্ড এ্যাকসেস টু রিসোর্সেস (প্রসার)
প্রকল্পের আওতায় গ্রামপুলিশ এর জন্য প্রণীত

মানবিক বিপর্যয় ব্যবস্থাপনায় নিরাপত্তা বিষয়ক ম্যানুয়াল

প্রকাশকাল
অক্টোবর, ২০১৩

প্রকাশনা ও স্বত্ব
প্রোগ্রাম ফর স্ট্রেনদেনিং হাউজহোল্ড এ্যাকসেস টু রিসোর্সেস (প্রসার)
বাড়ি# ৪১১, সড়ক# ৪, সোনাডাঙ্গা হাউজিং ফেইজ# ২, খুলনা।

উপদেষ্টা
ম্যারি ক্যাডরিন
ডা. মোঃ সোহেল রানা
খোদাদাদ হোসেন সরকার

সার্বিক তত্ত্বাবধান
কাজী সাহিদুর রহমান
মোঃ মোস্তফা কামাল

গ্রন্থনা ও সম্পাদনা
জাহিদ হোসেন
মমতাজ শিরিন
হাসিনা আক্তার মিতা
সাব্বির হোসেন

আর্থিক সহায়তা
ইউএসএআইডি/বাংলাদেশ
মাদানি এভেনিউ, ঢাকা।

অলঙ্করণ
অর্ক
লালমাটিয়া, ঢাকা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

গ্রামপুলিশের জন্য 'মানবিক বিপর্যয় ব্যবস্থাপনায় নিরাপত্তা বিষয়ক ম্যানুয়াল' প্রণয়নে নিরাপদকে সম্পৃক্ত করার জন্য "প্রজেক্ট কনসার্ন ইন্টারন্যাশনাল"-কে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ ম্যানুয়াল তৈরির সময় প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শ দিয়ে সার্বিক সহযোগিতার জন্য মো: মোস্তফা কামাল-কে আমাদের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। ম্যানুয়ালটি প্রণয়ন করার ক্ষেত্রে আমাদের কনসালট্যান্ট জাহিদ হোসেন ধারাভিত্তিক দিকনির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করেছেন। তাঁর প্রতি নিরাপদ এর পক্ষ থেকে অশেষ কৃতজ্ঞতা ও সার্বিক শুভকামনা। শরণখোলা ও লোহাগড়া উপজেলায় মাঠ পর্যায়ের 'ফিল্ড টেস্ট' সুসংগঠিত করার জন্য অবনিন্দ চন্দ্র কর্মকার ও খালেদা আক্তার এর প্রতি 'নিরাপদ' এর পক্ষ থেকে বিশেষ ধন্যবাদ। এছাড়া এ ম্যানুয়াল প্রণয়নে মূল্যবান সহায়তা প্রদানের জন্য কোডেক, মুসলিম এইড ও সুশীলন - এর মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মীদের আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সেই সাথে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও তথ্য প্রদানের জন্য মতবিনিময় সভা ও 'ফিল্ড টেস্ট' এ অংশগ্রহণকারী সকলের কাছে আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। ম্যানুয়ালটি প্রণয়নের সময় দেশি ও বিদেশি বিভিন্ন সংস্থার মডিউল, গবেষণাপত্র, হ্যান্ডবুক এবং প্রকাশনার সহযোগিতা নেয়া হয়েছে। এই সংস্থাগুলোর প্রতিও আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এছাড়াও যারা ভবিষ্যতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই ম্যানুয়ালটি ব্যবহার করবেন, তাদের প্রতি 'নিরাপদ' এর পক্ষ থেকে রইল সার্বিক শুভকামনা।

কাজী সাহিদুর রহমান
চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার
নিরাপদ

সূচী

সেকশন ১ : কোর্স ম্যানুয়াল	৭
কোর্সের ভূমিকা	৯
কোর্সের উদ্দেশ্য	৯
কোর্সের বিষয়বস্তু	৯
কোর্সের অংশগ্রহণকারী	১০
প্রশিক্ষণ ও শিখন পদ্ধতি	১০
কোর্সের সময়সূচী	১১
ম্যানুয়াল ব্যবহার পদ্ধতি	১১
সেকশন ২ : কোর্স মডিউল	১৩
মডিউল ১ : জননিরাপত্তা ও সুরক্ষায় গ্রাম পুলিশ	১৫
১.১. আইনগত ভিত্তি ও কার্যক্রম	১৬
১.২. জননিরাপত্তা সেবা	১৭
১.৩. সুরক্ষা কাঠামো	১৭
১.৪. জননিরাপত্তা ও সুরক্ষায় গ্রামপুলিশের করণীয়	১৮
মডিউল ২ : মানবিক বিপর্যয় ব্যবস্থাপনায় গ্রামপুলিশের অংশগ্রহণ	১৯
২.১. মানবিক বিপর্যয় - ক্ষতি, বিঘ্ন ও দুর্দশা	২০
২.২. জনগোষ্ঠীর অধিকার ও মানবিক সহায়তার মান	২২
২.৩. বৈচিত্র্য এবং সুরক্ষা ও জননিরাপত্তায় ভিন্নতা	২২
২.৪. মানবিক বিপর্যয় ব্যবস্থাপনায় গ্রামপুলিশের সম্ভাব্য কাজ	২৩
মডিউল ৩ : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় গ্রামপুলিশের জবাবদিহিতা	২৫
৩.১. জবাবদিহিতা	২৬
৩.২. স্বচ্ছতা ও দায়িত্বশীলতা	২৭
৩.৩. জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও মতামত আমলে নেওয়া	২৭
৩.৪. জবাবদিহিতা বিষয়ে গ্রামপুলিশের করণীয়	২৮
সেকশন ৩ : পরিশিষ্ট	২৯
পরিশিষ্ট ১: প্রসার পরিচিতি	৩০
পরিশিষ্ট ২: প্রাক/প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন প্রশ্নমালা	৩১
পরিশিষ্ট ৩: প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন মুডমিটার	৩৩
গ্রন্থপঞ্জী	৩৪

সেকশন ১

কোর্স ম্যানুয়াল

কোর্সের ভূমিকা

"মানবিক বিপর্যয় ব্যবস্থাপনায় নিরাপত্তা" শীর্ষক এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালে গ্রামপুলিশের আইনগত ভিত্তি ও কার্যক্রম, জননিরাপত্তা সেবা ও সুরক্ষা কাঠামো সম্পর্কে ধারণা, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা ও সুরক্ষায় গ্রামপুলিশের করণীয়, মানবিক বিপর্যয় ব্যবস্থাপনায় গ্রামপুলিশের অংশগ্রহণ এবং এক্ষেত্রে তাদের বিবেচ্য বিষয়, যেমন- জনগোষ্ঠীর অধিকার ও মানবিক সহায়তার মান এবং বৈচিত্র্য ও জননিরাপত্তায় ভিন্নতা বিষয়গুলো উঠে এসেছে। এছাড়াও মানবিক বিপর্যয় ব্যবস্থাপনায় জননিরাপত্তা সেবার মাধ্যমে অধিক সংখ্যক মানুষের দুর্দশা লাঘব করতে গ্রামপুলিশের কাজে জবাবদিহিতা, জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও মতামত আমলে নেওয়া এবং জবাবদিহিতা বিষয়ে গ্রামপুলিশের করণীয় বিষয়গুলো এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই ম্যানুয়ালে গ্রামপুলিশের কার্যক্রমের সাথে সঙ্গতি রেখে মানবিক বিপর্যয় ব্যবস্থাপনায় গ্রামপুলিশ কী কাজ করবে এবং তাদের ভূমিকা কী সে সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে। মূলত বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত 'গ্রামপুলিশের দায়িত্ব' এর আলোকে ম্যানুয়ালটি তৈরি করা হয়েছে। আশা করা যায় যে, এর আলোচ্য বিষয় ও প্রদত্ত ধারণা গ্রামপুলিশের কার্যক্রমের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে। এছাড়াও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কিছু ধারণা যেমন- জনগোষ্ঠীর অধিকার, মানবিক সহায়তার ন্যূনতম মান, বৈচিত্র্য, জবাবদিহিতা ইত্যাদি এ ম্যানুয়ালে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। এর বিষয়বস্তু মূলত গ্রামপুলিশের অন্যতম দায়িত্ব জননিরাপত্তা ও সুরক্ষা সেবা প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। তাছাড়া এক দিনের প্রশিক্ষণ পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতি রেখে মানবিক বিপর্যয় ব্যবস্থাপনায় গ্রামপুলিশের ভূমিকা সম্পর্কিত বিষয়বস্তুগুলো আরও সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে।

কোর্সের উদ্দেশ্য

মানবিক বিপর্যয় ব্যবস্থাপনায় জননিরাপত্তা ও সুরক্ষা বিষয়ে গ্রামপুলিশের জ্ঞান বৃদ্ধি এই ম্যানুয়ালের মূল উদ্দেশ্য। এর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হলো-

গ্রামপুলিশের আইনগত ভিত্তি ও কার্যক্রম, জননিরাপত্তা ও সুরক্ষায় গ্রামপুলিশের প্রধান বিবেচ্য বিষয়- জননিরাপত্তা সেবা ও সুরক্ষা কাঠামো সম্পর্কে ধারণা প্রদান এবং জননিরাপত্তা ও সুরক্ষায় গ্রামপুলিশের করণীয় সম্পর্কে জানানো।

মানবিক বিপর্যয় সম্পর্কে ধারণা, মানবিক বিপর্যয় ব্যবস্থাপনায় প্রধান বিবেচ্য বিষয়- জনগোষ্ঠীর অধিকার ও মানবিক সহায়তার মান, বৈচিত্র্য এবং সুরক্ষা ও জননিরাপত্তায় ভিন্নতা সম্পর্কে ধারণা প্রদান ও মানবিক বিপর্যয় ব্যবস্থাপনায় গ্রামপুলিশের সম্ভাব্য কাজ সম্পর্কে জানানো এবং মানবিক বিপর্যয়ে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সেবায় তাদের অংশগ্রহণে অনুপ্রেরণা প্রদান।

মানবিক বিপর্যয়ে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সেবায় জবাবদিহিতা, এর প্রধান বিবেচ্য বিষয়- স্বচ্ছতা ও দায়িত্বশীলতা এবং জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও মতামত আমলে নেওয়া সম্পর্কে ধারণা প্রদান ও জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে তাদের করণীয় সম্পর্কে জানানো ও তাদের কাজে জবাবদিহিতা প্রয়োগে অনুপ্রেরণা প্রদান।

কোর্সের বিষয়বস্তু

মডিউল ১ : জননিরাপত্তা ও সুরক্ষায় গ্রামপুলিশ

১.১ : আইনগত ভিত্তি ও কার্যক্রম
১.২ : জননিরাপত্তা সেবা
১.৩ : সুরক্ষা কাঠামো
১.৪ : জননিরাপত্তা ও সুরক্ষায় গ্রামপুলিশের করণীয়

মডিউল ২ : মানবিক বিপর্যয় ব্যবস্থাপনায় গ্রামপুলিশের অংশগ্রহণ

২.১ : মানবিক বিপর্যয় - ক্ষতি, বিঘ্ন ও দুর্দশা
২.২ : জনগোষ্ঠীর অধিকার ও মানবিক সহায়তার মান
২.৩ : বৈচিত্র্য এবং সুরক্ষা ও জননিরাপত্তায় ভিন্নতা
২.৪ : মানবিক বিপর্যয় ব্যবস্থাপনায় গ্রামপুলিশের সম্ভাব্য কাজ

মডিউল ৩ : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় গ্রামপুলিশের জবাবদিহিতা

৩.১ : জবাবদিহিতা
৩.২ : স্বচ্ছতা ও দায়িত্বশীলতা
৩.৩ : জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও মতামত আমলে নেওয়া
৩.৪ : জবাবাদিহিতা বিষয়ে গ্রামপুলিশের করণীয়

কোর্সের অংশগ্রহণকারী

মডিউলটির উপর প্রশিক্ষণে গ্রামপুলিশের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করবেন।

প্রশিক্ষণ ও শিখন পদ্ধতি

আলোচ্য বিষয়বস্তুর ওপর স্থানীয় পর্যায়ের প্রায়োগিক জ্ঞান বিবেচনা করে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি প্রস্তুত করা হয়েছে। বয়স্ক শিক্ষার মূল ধারণার ওপর ভিত্তি করে এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি রচিত এবং এর প্রতিটি মডিউল ও অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীদেরকে দলীয় আলোচনা, মুক্ত আলোচনা, ভিডিও প্রদর্শন ও বিশ্লেষণ, ছবি আঁকা (দুর্যোগ বিষয়ক) ও প্রদর্শন, পটগান প্রদর্শন ও প্রশ্ন-উত্তর থেকে শেখার বিষয়ে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। নিম্নে প্রতিটি অধিবেশনের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো -

প্রাক-প্রশিক্ষণ কার্যক্রম: উদ্বোধন ও পরিচিতি পর্ব

অংশগ্রহণকারীদের পরস্পরের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য সকলকে নিয়ে একটি জড়তা বিমোচন খেলার আয়োজন করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে এই প্রশিক্ষণ থেকে অংশগ্রহণকারীগণ কী প্রত্যাশা করেন তা জানা যেতে পারে। এরপর 'প্রসার' কার্যক্রম (পরিশিষ্ট ১) সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা প্রদান ও প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা যেতে পারে।

মডিউল ১: জননিরাপত্তা ও সুরক্ষায় গ্রামপুলিশ

এই মডিউলের অধিবেশন পরিচালনা করার জন্য উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার পরে গ্রামপুলিশের আইনগত ভিত্তি ও কার্যক্রম সম্পর্কে বড় দলে আলোচনা করা যেতে পারে। এরপর জরুরি অবস্থা ও সাড়াদান বিষয়ে একটি ভিডিও প্রদর্শন ও বিশ্লেষণ (সুরক্ষা ও নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে) এর মাধ্যমে জননিরাপত্তা ও সুরক্ষার বিবেচ্য বিষয় জননিরাপত্তা সেবা ও সুরক্ষা কাঠামো সম্পর্কে ধারণা প্রদান ও মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে জননিরাপত্তা ও সুরক্ষায় গ্রামপুলিশের করণীয় আলোচনা করা যেতে পারে।

মডিউল ২: মানবিক বিপর্যয় ব্যবস্থাপনায় গ্রামপুলিশ এর অংশগ্রহণ

এই মডিউলের অধিবেশন পরিচালনা করার জন্য উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার পরে ছবি আঁকা (দুর্যোগ বিষয়ক) ও প্রদর্শনের মাধ্যমে মানবিক বিপর্যয় সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা যেতে পারে। এরপর ছবি বিশ্লেষণ ও প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর অধিকার ও মানবিক সহায়তার মান, বৈচিত্র্য এবং সুরক্ষা ও জননিরাপত্তায় ভিন্নতা সম্পর্কে ধারণা প্রদান ও আলোচনার মাধ্যমে (ছবির সাথে লিংক করে) মানবিক বিপর্যয় ব্যবস্থাপনায় গ্রামপুলিশের সম্ভাব্য কাজ সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে।

মডিউল ৩: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় গ্রামপুলিশের জবাবদিহিতা

এই মডিউলের অধিবেশন পরিচালনা করার জন্য উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার পরে পটগান (জবাবদিহিতা সম্পর্কিত) প্রদর্শনের মাধ্যমে মানবিক বিপর্যয় ব্যবস্থাপনায় জবাবদিহিতা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা যেতে পারে। এরপর প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে মানবিক বিপর্যয় ব্যবস্থাপনায় গ্রামপুলিশের জননিরাপত্তা ও সুরক্ষা কাজে স্বচ্ছতা ও দায়িত্বশীলতা, জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও মতামত আমলে নেওয়া সম্পর্কে ধারণা প্রদান ও আলোচনার মাধ্যমে (পটগানের সাথে লিংক করে) মানবিক বিপর্যয় ব্যবস্থাপনায় জবাবদিহিতা বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। এরপর জবাবদিহিতার ৩টি মূল উপাদান (জনগোষ্ঠীকে জানানো, জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে জানা এবং মতামত আমলে নেওয়া) সম্পর্কিত গ্রামপুলিশের সম্ভাব্য কাজ দলীয় আলোচনার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট করা যেতে পারে।

কোর্সের সময়সূচী

অধিবেশন	বিষয়	সময়
উদ্বোধন ও পরিচিতি		৩০ মিনিট
মডিউল ১: জননিরাপত্তা ও সুরক্ষায় গ্রামপুলিশ		
১.১.	আইনগত ভিত্তি ও কার্যক্রম	৩০ মিনিট
১.২.	জননিরাপত্তা সেবা	৩০ মিনিট
১.৩.	সুরক্ষা কাঠামো	৩০ মিনিট
১.৪.	জননিরাপত্তা ও সুরক্ষায় গ্রামপুলিশের করণীয়	৩০ মিনিট
মডিউল ২: মানবিক বিপর্যয় ব্যবস্থাপনায় গ্রামপুলিশের অংশগ্রহণ		
২.১.	মানবিক বিপর্যয় - ক্ষতি, বিঘ্ন ও দুর্দশা	৩০ মিনিট
২.২.	জনগোষ্ঠীর অধিকার ও মানবিক সহায়তার মান	৩০ মিনিট
২.৩.	বৈচিত্র্য এবং সুরক্ষা ও জননিরাপত্তায় ভিন্নতা	৩০ মিনিট
২.৪.	মানবিক বিপর্যয় ব্যবস্থাপনায় গ্রামপুলিশের সম্ভাব্য কাজ	৩০ মিনিট
মডিউল ৩: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় গ্রামপুলিশের জবাবদিহিতা		
৩.১.	জবাবদিহিতা	৩০ মিনিট
৩.২.	স্বচ্ছতা ও দায়িত্বশীলতা	৩০ মিনিট
৩.৩.	জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও মতামত আমলে নেওয়া	৩০ মিনিট
৩.৪.	জবাবদিহিতা বিষয়ে গ্রামপুলিশের করণীয়	৩০ মিনিট
প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন ও সমাপ্তি		৩০ মিনিট

ম্যানুয়াল ব্যবহার পদ্ধতি

এই ম্যানুয়ালটি মূলত প্রশিক্ষণের জন্য তৈরি করা হয়েছে। তবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্যরাও যাতে এটি সরাসরি ব্যবহার করতে পারেন সেইজন্য এতে প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত নির্দেশনা এবং বিষয়বস্তুগত ব্যাখ্যা ও তথ্যাবলী আলাদাভাবে বিন্যাস করা হয়েছে। কোন বিষয়টি ম্যানুয়ালের কোন অংশে রয়েছে তা সূচী থেকে জানা যাবে।

প্রশিক্ষকগণ প্রথমেই কোর্সের উদ্দেশ্য ও কোর্সের বিষয়বস্তু শীর্ষক অংশ দুইটি পড়ে নেবেন। এ থেকে বিষয়গুলোর ব্যাপ্তি ও পরম্পরা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। এর উপর ভিত্তি করে, প্রয়োজনানুসারে প্রশিক্ষণের জন্য বিষয়বস্তু নির্ধারণ করবেন। বিষয়ভিত্তিক অধিবেশন পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ঠিক করার

জন্য প্রশিক্ষণ ও শিখন পদ্ধতি শীর্ষক অংশ পড়ে নিতে হবে। তবে, প্রশিক্ষক নিজের মতো করে অধিবেশন পরিকল্পনা করতে পারেন বা সুযোগ ও সুবিধা অনুসারে অন্যান্য পদ্ধতিও ব্যবহার করতে পারেন। প্রশিক্ষণের সময়সূচী নির্ধারণ ও প্রতি অধিবেশনের জন্য সময় বণ্টন করার জন্য কোর্সের সময়সূচী শীর্ষক সারণির সহায়তা নিয়ে প্রশিক্ষক নিজের মতো করে সময়সূচী তৈরি করবেন। অধিবেশনের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করার জন্য প্রশিক্ষক প্রতি মডিউলের শুরুতে উল্লেখিত শিখন উদ্দেশ্য অংশ পাঠ করবেন ও এর উপর ভিত্তি করে অধিবেশনের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করবেন। অধিবেশন পরিচালনা করার জন্য প্রশিক্ষক প্রথমে অধিবেশনের মূলবার্তা পড়ে নেবেন এবং এরপরে বিষয় সম্পর্কিত বর্ণনা ও তথ্যবলী পড়বেন।

সেকশন ২

কোর্স মডিউল

মডিউল ১ : জননিরাপত্তা ও সুরক্ষায় গ্রামপুলিশ

মডিউল ২ : মানবিক বিপর্যয় ব্যবস্থাপনায় গ্রামপুলিশের অংশগ্রহণ

মডিউল ৩ : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় গ্রামপুলিশের জবাবদিহিতা

মডিউল ১
জননিরাপত্তা ও সুরক্ষায় গ্রামপুলিশ

শিখন উদ্দেশ্য

এই মডিউল অধ্যয়নের পরে অংশগ্রহণকারীগণ জননিরাপত্তা ও সুরক্ষায় গ্রামপুলিশের ভূমিকা ও দায়িত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ

- গ্রামপুলিশের আইনগত ভিত্তি ও কার্যক্রম সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- জননিরাপত্তা সেবা সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- সুরক্ষা কাঠামো ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- জননিরাপত্তা ও সুরক্ষায় গ্রামপুলিশের করণীয় কী তা বলতে পারবেন।

শিখন অধিবেশন

মডিউল ১ এ নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে-

১.১ : আইনগত ভিত্তি ও কার্যক্রম
১.২ : জননিরাপত্তা সেবা
১.৩ : সুরক্ষা কাঠামো
১.৪ : জননিরাপত্তা ও সুরক্ষায় গ্রামপুলিশের করণীয়

মডিউল ১: জননিরাপত্তা ও সুরক্ষায় গ্রামপুলিশ

মূল বার্তা

- গ্রামপুলিশ একটি বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান; এর প্রধান কাজ হলো গ্রাম এলাকায় আইন শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা রক্ষায় সহায়তা করা;
- সুরক্ষার মূল বিষয় হলো অবহেলা, নির্যাতন ও শোষন থেকে জনগোষ্ঠীকে মুক্ত রাখা;
- গ্রামপুলিশের কাজ সঠিকভাবে করতে হলে জননিরাপত্তা সেবা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অধিকার হিসেবে বিবেচনা করতে হবে এবং ঐ অনুযায়ী আচরণ করতে হবে;
- গ্রামপুলিশের কাজ সুষ্ঠুভাবে করার জন্য এই বাহিনীর সকল সদস্যের জননিরাপত্তা সম্পর্কে জ্ঞান ও এই সেবা প্রদানের দক্ষতা থাকা প্রয়োজন।

১.১. আইনগত ভিত্তি ও কার্যক্রম

গ্রামপুলিশ একটি বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান; এর প্রধান কাজ হল গ্রাম এলাকায় আইন শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা রক্ষায় সহায়তা করা। গ্রামপুলিশের সদস্যদেরকে যে কোন নাম বা উপাধিতেই ডাকা হোক না কেন তারা স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ এর তফসীল-১ এর ২য় অংশে বর্ণিত ক্ষমতা প্রয়োগ এবং কর্তব্য পালন করেন। গ্রামপুলিশের কাজের একটা দীর্ঘ তালিকা রয়েছে। তবে এই কাজগুলো কয়েকটা ভাগে ভাগ করা যায়।

গ্রামপুলিশের প্রধান প্রধান কাজ

- ***শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় সহায়তা*** - যেমন, দাঙ্গা হাঙ্গামা নিবৃত করা, শিশু নির্যাতন নিরোধ করা এবং এসবের সম্ভাবনা দেখা দিলে থানায় খবর দেওয়া।
- ***অপরাধ দমনে সহায়তা*** - যেমন, দিনে ও রাতে ইউনিয়ন পরিষদ টহলদারী পাহারা দেওয়া; সন্দেহভাজন ব্যক্তি ও অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়ে থানাকে অবহিত করা; অপরাধী গ্রেফতারে পুলিশকে সহায়তা দেওয়া; খুনের লাশ পাহারা দেওয়া ও থানায় পৌঁছে দেওয়া;
- ***বিচারকার্যে সহায়তা*** - যেমন, আদালতের সমন বা মামলা মোকদ্দমার নোটিশ জারি করা;
- ***জননিরাপত্তায় সহায়তা*** - যেমন, অগ্নিকান্ড, মহামারী, দুর্ঘটনা, নারী ও শিশু নির্যাতন সম্পর্কে ইউনিয়ন পরিষদকে জানানো এবং নিরসনে সহায়তা করা।
- ***ইউনিয়ন পরিষদের কাজে সহায়তা*** - যেমন, চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন পরিষদকে সরকারি কাজে সাহয্য করা; সরকারি কাজের জন্য স্থানীয় তথ্য সরবরাহ করা; জন্ম ও মৃত্যু সম্পর্কে ইউনিয়ন পরিষদকে অবহিত করা; খাজনা অথবা ভূমি উন্নয়ন কর, ফি বা অন্য পাওনা সংগ্রহ ও আদায়ে সহায়তা করা; ইউনিয়ন পরিষদ বা ইউনিয়ন পরিষদের ন্যস্ত কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষতি সাধন হলে তা রোধ করা।

পুলিশের কাজ হল আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা ও অপরাধ প্রতিরোধ ও দমন। এর মূলে রয়েছে জানমালের নিরাপত্তা ও জনগণের সুরক্ষার বিধান করা। সামগ্রিক অর্থে গ্রামপুলিশের কাজগুলো জনসেবামূলক এবং এই সেবা পাওয়া গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অধিকার।

১.২. জননিরাপত্তা সেবা

নিরাপত্তা হল শারীরিক, সামাজিক বা পরিবেশগত হুমকি থেকে মুক্ত থাকা। এটা এমন এক অবস্থা যখন ইচ্ছাকৃত বা দুর্ঘটনাজনিত কারণে কোন ব্যক্তির জান বা মালের ক্ষতি হওয়ার ঝুঁকি বা সম্ভাবনা থাকে না। জননিরাপত্তার লক্ষ্য হল শ্রেণী-বর্ণ-লিঙ্গ-বয়স-সক্ষমতা নির্বিশেষে সকলকে শারীরিক, মানসিক বা সামাজিক ক্ষতি থেকে নিরাপদ রাখা। এর মাধ্যমে জনগোষ্ঠী শঙ্কা মুক্ত থাকে ও নির্ভয়ে মৌলিক চাহিদাসহ সকল চাহিদা মেটানোর সুযোগ পায়।

জননিরাপত্তা মূলত একটা সেবা। এর ধরণ ও মান স্থানীয় প্রতিবেশের উপর নির্ভরশীল এবং সেবা প্রবাহ নিচ-থেকে-উপর পদ্ধতির মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এই সেবা প্রবাহ জারি রাখা ও এর কার্যকরিতা নিশ্চিত করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। পুলিশ ও বিবিধ প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে রাষ্ট্র এই দায়িত্ব পালন করে। গ্রামপুলিশ একটা বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসাবে জননিরাপত্তা সেবা প্রদানে অংশ নিয়ে থাকে।

স্বাভাবিক সময়ে জনগোষ্ঠীর সকলের জন্য এই সেবার প্রয়োজন হয়। তবে অস্বাভাবিক অবস্থায়, বিশেষ করে, বড় ধরণের দুর্ঘটনা বা দুর্যোগের সময়ে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর জন্য জননিরাপত্তা সেবা আরো বেশি দরকার হয়। দুর্ঘটনা বা দুর্যোগ কবলিত ব্যক্তিবর্গের জন্য এই সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হয়।

১.৩. সুরক্ষা কাঠামো

মানবাধিকার আইন, আন্তর্জাতিক মানবিক আইন এবং উদ্বাস্তু আইন অনুযায়ী ব্যক্তির অধিকারসমূহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গৃহীত সব কাজ সুরক্ষার অন্তর্গত।

সুরক্ষার অর্থ হল যে সব কাজ বা আচরণ সেবাসমূহে অন্যের প্রবেশাধিকার খর্ব করে, মৌলিক চাহিদা মেটানোর সুযোগ হ্রাস করে বা মানুষকে সহিংসতা, নির্যাতন ও শোষণের মধ্যে ফেলে সে সব কাজ রোধ করা। মানুষের সুরক্ষা প্রদানের দায়িত্ব প্রধানত রাষ্ট্রের। প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিস্থিতিতে জাতীয় কর্তৃপক্ষ দুর্যোগ আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা দানের ব্যবস্থা করে।

মানবিক বিপর্যয়কালে মানুষ যখন ঝুঁকিগ্রস্ত হয়ে পড়ে বা সহিংসতা, জুলুম বা বঞ্চনার শিকার হয় তখন মানবিক সংস্থার মাধ্যমে ভুক্তভোগী জনগোষ্ঠীর এই বিপদাপন্নতা কমানোর চেষ্টা করা হয়। তিন পরিসরে বিপদাপন্নতা কমানের ব্যবস্থা করা হয়; এর মধ্যে রয়েছে-

- জরুরি বা তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা- এর লক্ষ্য হল সহিংসতা ও নির্যাতনে ভুক্তভোগীর দুর্দশা দূর করা ও এ ধরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে ব্যবস্থা নেওয়া।
- বৃহত্তর পরিসরে ভুক্তভোগীর ক্ষতিপূরণের জন্য মৌলিক চাহিদা মেটানো, মর্যাদা পুনরুদ্ধার ও কুশল নিশ্চিত করা এবং সহায়তা ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা।
- সামগ্রিকভাবে মানুষের অধিকারসমূহ নিশ্চিত করে এমন একটা সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে কাজ করা।

সুরক্ষা কাঠামো

১.৪. জননিরাপত্তা ও সুরক্ষায় গ্রামপুলিশের করণীয়

গ্রাম পুলিশের কাজ সুষ্ঠুভাবে করার জন্য এই বাহিনীর সকল সদস্যের জননিরাপত্তা সম্পর্কে জ্ঞান ও এই সেবা প্রদানের দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। তাই গ্রাম পুলিশের করণীয় হবে-

- জননিরাপত্তা ও সুরক্ষা সেবা বলতে কী বোঝায় এবং কিভাবে গ্রামপুলিশ স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে এই সেবা দিতে পারে তা জানা।
- স্বাভাবিক সময়ে ও দুর্যোগকালে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কী ধরণের জননিরাপত্তা ও সুরক্ষা সেবার প্রয়োজন হতে পারে তা জানা।
- স্বাভাবিক সময়ে ও দুর্যোগকালে স্থানীয় পর্যায়ে জননিরাপত্তা ও সুরক্ষা সেবা নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সেবাদানকারী সংস্থাসমূহ সম্পর্কে জানা এবং গ্রামপুলিশ কিভাবে এসব সংস্থার সাথে কাজ করতে পারে তা জানা।

মডিউল ২
মানবিক বিপর্যয় ব্যবস্থাপনায় গ্রামপুলিশের অংশগ্রহণ

শিখন উদ্দেশ্য

এই মডিউল অধ্যয়নের পরে অংশগ্রহণকারীগণ মানবিক বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা, গ্রামপুলিশের বিবেচ্য বিষয়- জনগোষ্ঠীর অধিকার, মানবিক সহায়তার মান, বৈচিত্র্য এবং সুরক্ষা ও জননিরাপত্তায় ভিন্নতা ও তাদের সম্ভাব্য কাজ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ

- মানবিক বিপর্যয় বলতে কি বোঝায় বলতে পারবেন;
- জনগোষ্ঠীর অধিকার ও মানবিক সহায়তার মান ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বৈচিত্র্য এবং সুরক্ষা ও জননিরাপত্তায় ভিন্নতার গুরুত্ব বর্ণনা করতে করবেন;
- জননিরাপত্তা ও সুরক্ষায় গ্রামপুলিশের সম্ভাব্য কাজ কী তা বলতে পারবেন।

শিখন অধিবেশন

মডিউল ২ এ নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে-

২.১ : মানবিক বিপর্যয় - ক্ষতি, বিঘ্ন ও দুর্দশা
২.২ : জনগোষ্ঠীর অধিকার ও মানবিক সহায়তার মান
২.৩ : বৈচিত্র্য এবং সুরক্ষা ও জননিরাপত্তায় ভিন্নতা
২.৪ : মানবিক বিপর্যয় ব্যবস্থাপনায় গ্রামপুলিশের সম্ভাব্য কাজ

মডিউল ২: মানবিক বিপর্যয় ব্যবস্থাপনায় গ্রামপুলিশের অংশগ্রহণ

মূল বার্তা

- দুর্যোগে জানমালের ক্ষতি হয়, সেবাসমূহের বিঘ্ন ঘটে, মানুষ দুর্দশাগ্রস্ত হয় এবং মানবিক বিপর্যয় দেখা দেয়; এই অবস্থায় একই সময়ে বহু সংখ্যক মানুষের নিরাপত্তা সেবা প্রয়োজন হয়;
- মানবিক বিপর্যয়ে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের সেবা পাওয়ার অধিকার রয়েছে, এই সেবা নির্দিষ্ট মানসম্মত হতে হবে;
- বৈচিত্র্যের কারণে ভুক্তভোগী জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয় সেবার ধরণ ও পরিমাণ ভিন্ন হয়;
- সতর্কবার্তা প্রচার, অপসারণ, আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা ও মানবিক সহায়তা বিতরণে গ্রামপুলিশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

২.১. মানবিক বিপর্যয়- ক্ষতি, বিঘ্ন ও দুর্দশা

প্রাকৃতিক আপদ, যেমন- ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, নদীভাঙ্গন ও ভূমিকম্প, বা পরিবেশগত আপদ, যেমন- লবণাক্ততা ও জলাবদ্ধতা অথবা মানবসৃষ্ট আপদ, যেমন, ভবনধ্বস, অগ্নিকান্ড ও সহিংস বিবাদ দুর্যোগ সৃষ্টি করতে পারে। দুর্যোগের কারণে জীবন, সম্পদ ও পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি হয়, সেবা ব্যবস্থা, জীবিকা ও সামাজিক কাজকর্মে গুরুতর বিঘ্ন ঘটে ও আক্রান্ত জনগোষ্ঠী শারীরিক, মানসিক ও সামাজিকভাবে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

জীবন, সম্পদ ও পরিবেশের ক্ষতি

- ***জীবন*** - আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর অনেকেই মারা যেতে বা আহত হতে পারে।
- ***সম্পদ*** - ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, ব্রিজকালভার্ট, গরুছাগল, হাঁসমুরগি বা মাঠের ফসল নষ্ট হতে পারে।
- ***পরিবেশ*** - বনভূমির গাছপালা উপড়ে পড়তে পারে, জলাভূমি আবর্জনায় ভরে যেতে পারে বা পানির উৎস লবণাক্ত হয়ে যেতে পারে।

সেবা, জীবিকা ও সামাজিক কাজকর্মে বিঘ্ন

- ***সেবা***- পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ বিতরণ, যোগাযোগ, চিকিৎসাকেন্দ্র ও স্কুল-কলেজ বন্ধ হয়ে যেতে পারে।
- ***জীবিকা***- চাষাবাদ, কলকারখানা ও হাটবাজার অচল হয়ে পড়তে পারে।
- ***সামাজিক কাজকর্ম*** - বিনোদন, উৎসব, পালাপার্বণ ও সামাজিক অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

জনগোষ্ঠীর দুর্দশা

- ***শারীরিক*** - জরুরি চাহিদা মেটাতে পারে না; ফলে, ক্ষুধা, পিপাসা, অশুচিতা, অসুস্থতা ও অপুষ্টিতে কষ্ট পায়।
- ***মানসিক*** - জীবনযাত্রার আকস্মিক পরিবর্তনে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে; ফলে, শোক, সংশয়, উদ্বেগ, হতাশা ও বিষন্নতায় ভোগে।
- ***সামাজিক*** - সম্পদহানি ও আশ্রয়হীনতার কারণে ত্রাণ নির্ভরতা, নিরাপত্তাহীনতা ও মর্যাদাহীন কাজে অংশগ্রহণ স্বীকার করে নিতে হয়।

দুর্যোগকালে একইসাথে বহুসংখ্যক মানুষ দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে; এবং মানবিক বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। মানবিক বিপর্যয় হল কোন ঘটনা বা ধারাবাহিক ঘটনাবলীর কারণে জনগোষ্ঠী বা ব্যাপক সংখ্যক মানুষের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও কুশলের প্রতি মারাত্মক হুমকি। মানবিক বিপর্যয়ে একই এলাকায় একই সাথে বহু সংখ্যক

মানুষ জীবন, সম্পদ, কুশল ও নিরাপত্তা ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। এমন অবস্থায় বহু লোক মারা যেতে বা আহত হতে পারে। যেমন ২০০৭ সালে সাইক্লোন সিডরে ৩,৪০৬ জন জীবন হারায়, নিখোঁজ হয় ১,০০১ জন আর ৫৫,২৮২ জন আহত হয়। অনেক পরিবার আশ্রয়হীন বা বাস্তুচ্যুত হতে পারে। ২০০৯ সালে সাইক্লোন আইলায় খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার প্রায় ১০ লক্ষ লোক ঘরবাড়ি হারিয়ে বাঁধের উপর বসবাস করতে বাধ্য হয়। একইভাবে, ২০১১ সালে সাতক্ষীরা জেলায় দীর্ঘমেয়াদী জলাবদ্ধতায় প্রায় ২ লক্ষ পরিবার পানি বন্দি হয়ে পড়ে। এদের মধ্যে প্রায় ৫২ হাজার পরিবার নিজের বাড়ি ছেড়ে বাঁধ বা রাস্তার উপর অস্থায়ী চালায় বাস করতে বাধ্য হয়। জনগোষ্ঠীর বিরাট অংশ ক্ষুধা, তৃষ্ণা বা অসুখে কষ্ট পেতে পারে। ২০০৭ সালে সাইক্লোন সিডরে আক্রান্ত ১২ টি জেলায় প্রায় ২৬ লক্ষ লোক খাদ্য সংকটে পড়ে; ১৩ লক্ষ লোক স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানির অভাবে কষ্ট পায়।

মানবিক বিপর্যয়

- ২০০৭ সালে সাইক্লোন সিডরে ১২ টি জেলায় প্রায় ২৬ লক্ষ লোক খাদ্য সংকটে পড়ে।
- ২০০৯ সালে সাইক্লোন আইলায় খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার প্রায় ১০ লক্ষ লোক ঘরবাড়ি হারিয়ে বাঁধের উপর আশ্রয় নেয়।
- ২০১১ সালে সাতক্ষীরা জেলায় জলাবদ্ধতায় প্রায় ২ লক্ষ পরিবার পানি বন্দি হয়ে পড়ে।

মানবিক বিপর্যয়ে নারী ও শিশু বেশি মাত্রায় ঝুঁকিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। জনসংখ্যার প্রায় চার ভাগের তিন ভাগ নারী ও শিশু, আর নারীর প্রায় অর্ধেকই প্রজনন সক্ষম বয়সী। এদের বিশেষ চাহিদা রয়েছে যা মানবিক বিপর্যয়কালে পূরণ করা দুরূহ হয়ে পড়ে। উপরন্তু, এ সময়ে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা ব্যবস্থা ভঙ্গুর হয়ে যায়; ফলে, নারী ও শিশু বেশি মাত্রায় যৌন নির্যাতনসহ নানাবিধ নির্যাতনের শিকার হয়। এরকম অবস্থায় মানুষের দুর্দশা কমানো ও জীবনযাত্রা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য জরুরি সাড়াদান অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আর সাড়াদানের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আক্রান্ত জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে, নারী ও শিশুর নিরাপত্তা ও সুরক্ষা।

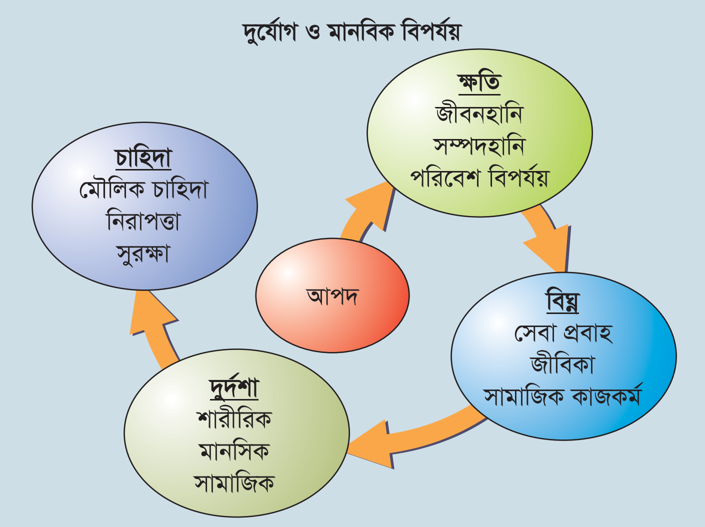

মানবিক বিপর্যয়ে সাড়াদানের অন্তর্ভুক্ত এই সেবাগুলো পাওয়া দুর্যোগ পীড়িত মানুষের অধিকার। এই সেবাগুলো মানসম্মত হতে হবে। উপরন্তু, ভুক্তভোগী জনগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যের কারণে এই সেবাসমূহের ধরণ ও বিতরণ পদ্ধতি এবং পরিমাণ ভিন্ন হবে।

২.২. জনগোষ্ঠীর অধিকার ও মানবিক সহায়তার মান

দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষের মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকা, মানবিক সহায়তা পাওয়া এবং সুরক্ষা ও নিরাপত্তা লাভের অধিকার রয়েছে। এই অধিকারের ভিত্তি হল আন্তর্জাতিক মানবিক আইনে মানবিকতার মূলনীতি। এর মূল কথা হল বিপদাপন্ন অবস্থায় বাঁচার জন্য যা কিছু দরকার, অধিকার হিসাবে দুর্যোগপীড়িত ব্যক্তির তা প্রাপ্য। ভুক্তভোগী মানুষের দুর্দশা লাঘব ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাত্রার জন্য সম্ভাব্য সব কিছু করা মানবিক সংগঠনগুলোর কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

> বিপদাপন্ন অবস্থায় বাঁচার জন্য যা কিছু দরকার, অধিকার হিসাবে দুর্যোগপীড়িত মানুষের তা প্রাপ্য।

দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষের দুর্দশা লাঘবের জন্য তাদের মৌলিক চাহিদাগুলো মেটানো আবশ্যক। এরমধ্যে রয়েছে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধিচর্চা; খাদ্য ও পুষ্টি; আশ্রয় ও আবাসন এবং স্বাস্থ্যসেবা। এই সেবা ও সামগ্রী প্রদানের ক্ষেত্রে ন্যূনতম মান বজায় রাখা জরুরি। মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকা নিশ্চিত করার জন্য যে গুণ সম্পন্ন ও পরিমাণগত সেবা ও সামগ্রী দরকার হয় তার উপর নির্ভর করে এই ন্যূনতম মান নির্ধারণ করা হয়েছে।

> ন্যূনতম মান হল মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ ও গুণ সম্পন্ন সেবা ও সামগ্রী।

আন্তর্জাতিক মানবিক সংগঠনগুলো মানসম্মত সহায়তা প্রদানের অঙ্গীকার হিসাবে এই ন্যূনতম মানগুলো নির্ধারণ করেছে। অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে খাতওয়ারি সূচকের ভিত্তিতে কয়েকটি খাতে এই ন্যূনতম মানগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে। খাতগুলোর মধ্যে আছে, ক) পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধিচর্চা; খ) খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি; গ) আশ্রয়, আবাসন ও খাদ্য ছাড়া অন্যান্য সামগ্রী; এবং ঘ) স্বাস্থ্যসেবা। এছাড়াও, সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য সার্বজনীন ন্যূনতম মান এবং দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষের সুরক্ষার জন্য নীতিমালা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই মানগুলো সার্বজনীন ও যে কোন পরিস্থিতিতে প্রয়োগযোগ্য।

২.৩. জনগোষ্ঠীর অধিকার ও মানবিক সহায়তার মান

> বৈচিত্র্য: সমাজে জাতি, গোত্র, বর্ণ, শ্রেণী, লিঙ্গ, বয়স, শারীরিক ক্ষমতা, আর্থসামাজিক অবস্থা, ধর্মীয় বিশ্বাস বা মতাদর্শ ভেদে বিভিন্ন ধরণের মানুষ রয়েছে। সুরক্ষা ও জননিরাপত্তায় বৈচিত্র্যের অর্থ হল এই পার্থক্য সত্ত্বেও এই সেবাসমূহে সকলের অধিকারের অভিন্নতার স্বীকৃতি দেওয়া ও কারো প্রতি বঞ্চনা বা পক্ষপাতিত্ব না করা।

দুর্যোগ আক্রান্ত গোষ্ঠীর বিভিন্ন শ্রেণীর ক্ষতি, দুর্দশা ও চাহিদা ভিন্ন হতে পারে। তাই, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সেবা দানে বৈচিত্র্য বিবেচনায় নিতে হয়। খেয়াল রাখতে হবে, বিশেষ করে নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ও সংখ্যালঘু শ্রেণীর সদস্য যাতে বঞ্চিত না হয়।

নারী- প্রথাগতভাবে সমাজে নারীর অবস্থান পুরুষের থেকে ভিন্ন। সাধারণত নারীকে পুরুষের অধস্তন মনে করা হয় এবং তার চলাফেরার উপরে অনেক ধরণের বিধিনিষেধ থাকে। তাছাড়া, নারীর বিশেষ কিছু চাহিদা রয়েছে, যেমন- ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ও যৌন হয়রানি থেকে সুরক্ষা। সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সেবা দানের সময় এসব বিষয় বিবেচনা করা দরকার। তা না হলে এরা বঞ্চনার শিকার হতে পারে।

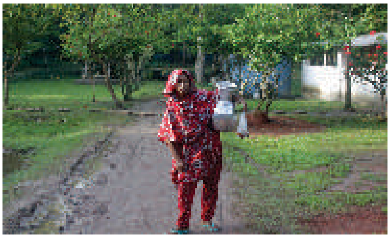

শিশু- শারীরিক ও সামাজিকভাবে শিশুরা বয়স্কদের তুলনায় দুর্বল। মৌলিক চাহিদা পূরণ করার জন্য এরা বড়দের উপর নির্ভরশীল। তাছাড়া, স্বাভাবিক বিকাশের জন্য তাদের বিশেষ কিছু চাহিদা রয়েছে, যেমন- শিক্ষা ও বিনোদন। সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সেবা দানের ক্ষেত্রে শিশুর চাহিদার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া জরুরি।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি- এদের শারীরিক, ইন্দ্রিয় বা আবেগজনিত সীমাবদ্ধতা থাকে। সাধারণত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সমাজের বোঝা মনে করা হয়। এরা সমাজে ও পরিবারে অবহেলার শিকার হয়। প্রতিবন্ধীদের বিশেষ কিছু চাহিদা থাকে এবং এদেরও সহায়তা পাওয়ার ও মর্যাদার সাথে বাঁচার অধিকার আছে। সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সেবাদান পদ্ধতি এমনভাবে করা উচিৎ যাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা বাদ না পড়ে।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায় - সমাজের বৃহত্তর গোষ্ঠীর সাথে সংখ্যালঘুদের প্রথা ও সামাজিক আচরণে কিছু পার্থক্য থাকতে পারে। কোন কোন সমাজে এরা প্রান্তিক অবস্থানে বাস করে। এই কারণে, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সেবাদান কার্যক্রমে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সদস্যরা বাদ পড়ে যেতে পারে।

২.৪. মানবিক বিপর্যয় ব্যবস্থাপনায় গ্রামপুলিশের সম্ভাব্য কাজ

সতর্কবার্তা প্রচার, অপসারণ, আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা ও মানবিক সহায়তা বিতরণে গ্রামপুলিশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তদারকিতে গ্রামপুলিশ যে কাজগুলো করতে পারে তার মধ্যে রয়েছে-

- ***সতর্কবার্তা প্রচার*** - স্বেচ্ছাসেবী দলের সাথে একযোগে সতর্কবার্তা প্রচারের কাজে অংশ নেওয়া যাতে সময়মত সকলের কাছে বার্তা পৌঁছে দেওয়া যায়।
- ***আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা*** - আশ্রয়কেন্দ্রে ভুক্তভোগী জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে, নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিরাপত্তা ও সুরক্ষা প্রদানে আশ্রয়কেন্দ্র পরিচালক ও স্বেচ্ছাসেবী দলকে সহায়তা করা।

- ***মানবিক সহায়তা বিতরণ-*** বিতরণ কেন্দ্রে আগত উপকারভোগী, বিশেষ করে, নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিরাপত্তা ও সুরক্ষা প্রদানে মানবিক সহায়তা বিতরণকারী দলকে সহায়তা করা।
- ***মানবিক সহায়তা প্রদানকারী দলের নিরাপত্তা-*** স্থানীয় ও বহিরাগত সকল সহায়তাদানকারী ব্যক্তি ও দলের নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা করা।

মডিউল ৩
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় গ্রামপুলিশের জবাবদিহিতা

শিখন উদ্দেশ্য

এই মডিউল অধ্যয়নের পরে অংশগ্রহণকারীগণ স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন এবং ঝুঁকিহ্রাসমূলক কাজ নির্ধারণ করতে সক্ষম হবেন।

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় গ্রামপুলিশের জবাবদিহিতার গুরুত্ব বর্ণনা করতে করবেন;
- স্বচ্ছতা ও দায়িত্বশীলতা এবং জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও মতামত আমলে নেওয়া বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জবাবদিহিতা বিষয়ে গ্রামপুলিশের করণীয় কী তা বলতে পারবেন।

শিখন অধিবেশন

মডিউল ৩ এ নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে-

৩.১ : জবাবদিহিতা
৩.২ : স্বচ্ছতা ও দায়িত্বশীলতা
৩.৩ : জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও মতামত আমলে নেওয়া
৩.৪ : জবাবাদিহিতা বিষয়ে গ্রামপুলিশের করণীয়

মডিউল ৩ : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় গ্রামপুলিশের জবাবদিহিতা

মূল বার্তা

- জবাবদিহিতা হল দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ করা; এর মূল বিষয় হল সকলকে কার্যক্রম ও এর অগ্রগতি সম্পর্কে জানানো, সকলের মতামত নেওয়া এবং অভিযোগ গ্রহণ ও তার নিষ্পত্তি করা।
- জননিরাপত্তা সেবার মাধ্যমে অধিক সংখ্যক মানুষের দুর্দশা লাঘব করা মানবিক বিপর্যয় ব্যবস্থাপনায় গ্রামপুলিশের জবাবদিহিতার মূল বিষয়; এর জন্য একটি কাঠামো ও প্রক্রিয়া থাকতে হয়।
- মানবিক বিপর্যয় ব্যবস্থাপনায় গ্রামপুলিশের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হলে স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা থাকা আবশ্যক।
- গ্রামপুলিশের করণীয় হল মানবিক বিপর্যয়কালে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সেবা কার্যক্রম সম্পর্কে জনগোষ্ঠীকে জানানো এবং তাদেরকে সাথে নিয়ে কাজ করা।

৩.১. জবাবদিহিতা

জবাবদিহিতা হল দায়িত্বশীলতার সাথে ক্ষমতা ব্যবহার নিশ্চিত করার ব্যবস্থা। মানবিক বিপর্যয়ে অধিক সংখ্যক মানুষের দুর্দশা লাঘব করতে গ্রামপুলিশের জরুরি সাড়াদান সম্পর্কিত কাজে জবাবদিহিতা থাকা আবশ্যক। জবাবদিহিতা দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করে ও ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করে। জবাবদিতার মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সীমিত সম্পদের সুষ্ঠু ও সর্বোচ্চ ব্যবহার সম্ভব হয়। গ্রামপুলিশের জরুরি সাড়াদান সম্পর্কিত কাজে জবাবদিহিতার মূল বিষয় হল আক্রান্ত জনগোষ্ঠীতে নিরাপত্তা ও ভুক্তভোগীর সুরক্ষার যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তার পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে জনগোষ্ঠীকে জানানো, তাদের মতামত গ্রহণ এবং এই মতামত আমলে নেওয়া। জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হলে জরুরি সাড়াদানে গ্রামপুলিশের কাজগুলো স্বচ্ছতা ও দায়িত্বশীলতার সাথে পরিচালনা করা আবশ্যক।

গ্রামপুলিশের জরুরি সাড়াদান কাজে জবাবদিহিতা কাঠামো	
জনগোষ্ঠীকে জানানো	**গ্রামপুলিশ জরুরি সাড়াদান কাজে অংশ নিলে-** • কী কাজ করবে সে সম্পর্কে জনগোষ্ঠীকে জানানো; • কাজের সম্ভাব্য ফলাফল কী হবে ও কারা সুফল পাবে তা জানানো; • কিভাবে কাজটি করা হবে ও কাজের অগ্রগতি কতটুকু হয়েছে তা জানানো।
মতামত নেওয়া	**জরুরি সাড়াদানে গৃহীত কার্যক্রমের** • পরিকল্পনা সম্পর্কে জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে মতামত নেওয়া; • ফলাফল ও উপকারভোগী সম্পর্কে মতামত নেওয়া; • বাস্তবায়ন ও কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে মতামত নেওয়া।
মতামত আমলে নেওয়া	**জরুরি সাড়াদান কার্যক্রম সম্পর্কে জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে গৃহীত মতামতের ভিত্তিতে** • কার্যক্রমের পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনা; • উপকারভোগী নির্ধারণে পরিবর্তন আনা; • বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনা; • যেসব পরিবর্তন আনা হয়েছে বা যেসব বিষয়ে মতামত কাজে লাগানো যায়নি তার কারণ জানানো।

৩.২. স্বচ্ছতা ও দায়িত্বশীলতা

স্বচ্ছতা হল পরিকল্পিত কাজগুলো এমনভাবে ব্যাখ্যা করা যাতে জনগোষ্ঠীর সবাই কাজের ধরণ ও ফলাফল সম্পর্কে সঠিক ধারণা পায়। এমনভাবে তথ্য দিতে হবে যাতে জনগোষ্ঠীর সবাই জানতে ও বুঝতে পারে। প্রচারিত তথ্যগুলো সঠিক হতে হবে এবং সময়মত তা সবার কাছে পৌঁছাতে হবে। আর দায়িত্বশীলতা হল সততার সাথে প্রতিশ্রুতি অনুসারে কাজ করা। যে কাজগুলো যেভাবে করা হবে বলে জানানো হয়েছিল সেই কাজগুলো ঠিক সেইভাবে করা। কারণবশত কাজের পরিকল্পনায় যদি কোন পরিবর্তন আনতে হয় তাহলে তা সাথে সাথেই সবাইকে জানানো দরকার।

স্বচ্ছতা

- কাজের ধরণ ও ফলাফল সম্পর্কে সঠিক ধারণা
- কাজ সম্পর্কিত তথ্য সকলের নাগালে রাখা

দায়িত্বশীলতা

- সততার সাথে প্রতিশ্রুতি অনুসারে কাজ করা
- প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম হলে সবাইকে জানানো

গ্রামপুলিশের জরুরি সাড়াদান সম্পর্কিত কাজে স্বচ্ছতা ও দায়িত্বশীলতা থাকা অপরিহার্য। এর অর্থ হল গ্রামপুলিশ সাড়াদান সম্পর্কিত কোন কোন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে, এগুলো আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য কতটা সঙ্গতিপূর্ণ, কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া কী হবে এবং এতে কার কী ভূমিকা থাকবে সে সব বিষয়ে জনগোষ্ঠীকে আগে থেকেই জানানো। এসব জানানোর জন্য সহজ, সাধারণ ও স্থানীয় ভাষা ব্যবহার করতে হবে। এটা এমনভাবে করতে হবে যাতে জনগোষ্ঠীর সবাই, যেমন- নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, প্রান্তিক পরিবারের সদস্য, সময়মত তা জানতে পারে আর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে। এর জন্য দরকার হলে গ্রামপুলিশ এক বা একাধিক কৌশল ব্যবহার করতে পারে।

৩.৩. জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও মতামত আমলে নেওয়া

জরুরি সাড়াদান সম্পর্কিত নিরাপত্তা ও সুরক্ষা ব্যবস্থার পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নে জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ অপরিহার্য। জনগোষ্ঠীর এই অংশগ্রহণের অর্থ হল সাড়াদান সম্পর্কিত নিরাপত্তা ও সুরক্ষা কার্যক্রমের সকল পর্যায়ে জনগোষ্ঠীর মতামতের প্রতিফলন থাকা। এই অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রদেয় সেবাসমূহের কার্যকারিতা বাড়ে ও তা জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে ওঠে। পরিকল্পনা তৈরি ও তা বাস্তবায়ন করার সময় জনগোষ্ঠীর কাছে যেতে হবে, তাদের সাথে আলোচনা করতে হবে ও কার্যক্রম সম্পর্কে তাদের মতামত শুনতে হবে। এই প্রসঙ্গে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল জনগোষ্ঠীর মতামত বিশ্লেষণ করা ও তা কর্মসূচীর পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নে কাজে লাগানো।

জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

- জনগোষ্ঠীর কাছে যাওয়া
- জনগোষ্ঠীর সাথে আলোচনা করা
- জনগোষ্ঠীর মতামত নেওয়া
- জনগোষ্ঠীর মতামত বিশ্লেষণ করা
- জনগোষ্ঠীর মতামত কাজে লাগানো

গ্রামপুলিশের জরুরি সাড়াদান সম্পর্কিত নিরাপত্তা ও সুরক্ষা কার্যক্রমের মান সম্পর্কে সেবা গ্রহণকারীদের মতামত আমলে নেওয়া বিশেষ জরুরি। বাস্তবক্ষেত্রে গ্রামপুলিশ স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তদারকিতে এই নিরাপত্তা ও সুরক্ষা কার্যক্রম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করবে। ফলে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে যৌথভাবে এই বিষয়ে জনগোষ্ঠীর মতামত নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে, কার্যক্রমের সকল পর্যায়ে কাজের ধরণ, মান, প্রক্রিয়া ও অগ্রগতি সম্পর্কে জনগোষ্ঠী ও উপকারভোগীর মতামত নেওয়া আর এই মতামত বিশ্লেষণ করে যতদূর সম্ভব তা কাজে লাগানো বিশেষ জরুরি।

৩.৪. জবাবদিহিতা বিষয়ে গ্রামপুলিশের করণীয়

গ্রামপুলিশের জরুরি সাড়াদান সম্পর্কিত নিরাপত্তা ও সুরক্ষা কার্যক্রমে জবাবদিহিতা প্রয়োগ করতে হলে যে ব্যবস্থা নিতে হবে তার মধ্যে রয়েছে-

- ***স্বচ্ছতা-*** নিরাপত্তা ও সুরক্ষা কার্যক্রম বিষয়ে প্রয়োজনীয় সব তথ্য জনগোষ্ঠীর সবাইকে কিভাবে জানানো হবে তা বিবেচনা করা এবং এমন পদ্ধতি নির্ধারণ করা যাতে গ্রামপুলিশ জরুরি সাড়াদানে কী সেবা প্রদান করবে তা সকলেই সহজে বুঝতে পারে।
- ***অংশগ্রহণ-*** মতামত গ্রহণ প্রক্রিয়া চলমান রাখা যাতে জনগোষ্ঠীর যে কোন ব্যক্তি, বিশেষ করে, নারী, নিরক্ষর ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও প্রান্তিক পরিবারের সদস্য সাড়াদান সম্পর্কিত নিরাপত্তা ও সুরক্ষা কার্যক্রমের যে কোন পর্যায়ে তাদের মতামত জানাতে পারে।
- ***মূল্যায়ন-*** গ্রামপুলিশের জরুরি সাড়াদান সম্পর্কিত কাজের অগ্রগতি মূল্যায়ন করা ও এতে জনগোষ্ঠীর মতামত গ্রহণের ব্যবস্থা করা।
- ***অভিযোগ গ্রহণ-*** অভিযোগ গ্রহণ প্রক্রিয়া চলমান রাখা যাতে জনগোষ্ঠীর যে কোন ব্যক্তি, বিশেষ করে, নারী, নিরক্ষর ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও প্রান্তিক পরিবারের সদস্য সাড়াদান সম্পর্কিত নিরাপত্তা ও সুরক্ষা কার্যক্রমের যে কোন পর্যায়ে তাদের অভিযোগ জানাতে পারে, অভিযোগগুলোর নিষ্পত্তি হয় ও এই নিষ্পত্তি সম্পর্কে অভিযোগকারী জানতে পারে।

সেকশন ৩

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১
প্রসার পরিচিতি

সম্প্রতি বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। তারপরও দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪০ ভাগ দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করছে এবং পাঁচ বছরের কম বয়সী ৪০ ভাগের বেশি শিশু চরম পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। খাদ্য নিরাপত্তার মূল বিষয় হলো খাদ্যের সহজলভ্যতা, পাওয়ার সুযোগ ও যথাযোগ্য ব্যবহার; যা স্বাস্থ্যসেবা, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সুশাসনের অপর্যাপ্ত ব্যবস্থার কারণে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তন ও ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব এসব কিছুকে আরো প্রকট করে তুলছে। *প্রসার* খুলনা বিভাগের উপকূলবর্তী এলাকার সবচাইতে দরিদ্র ও অপুষ্টি আক্রান্ত প্রান্তিক পরিবারগুলোকে বিবেচনা করে কার্যক্রম নির্ধারণ করেছে। *প্রসার* কর্মসূচি জাতীয় পর্যায়ে গঠিত নীতিনির্ধারণী কমিটির মাধ্যমে স্থানীয় সরকার বিভাগ, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট আরো কয়েকটি মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করছে।

খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা হ্রাসের লক্ষ্যে তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রসার একটি সমন্বিত ধারায় সাধারণ জনগণের ক্ষমতায়নে কাজ করছে। *প্রসার* কর্মসূচির উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমগুলো হচ্ছে-

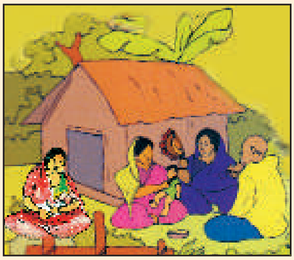

১. দরিদ্র ও হতদরিদ্র পরিবারসমূহের আয় ও খাদ্য পাওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি: ভ্যালু-চেইনের গভীরতম বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতি ও প্রযুক্তির ব্যবহার দেখানো। উপকারভোগী ও সরকারি-বেসরকারি সেবা প্রদানকারীদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক তৈরি এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক লাভজনক বাজারের সাথে যুক্ত করার মাধ্যমে কৃষিজ ও অকৃষিজ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে এই কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

২. গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মা এবং পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের (দুই বছরের কম বয়সী শিশুদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে) স্বাস্থ্যের উন্নতি: বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা অবস্থার উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে এমন স্বাস্থ্য ও পুষ্টির বাধাসমূহ দূর করতে অপুষ্টি প্রতিরোধ এবং স্বাস্থ্যসেবাসমূহের কার্যকারিতা উন্নয়নে জোর দেয়া। এজন্যে 'দুই বছরের কম বয়সী শিশুর অপুষ্টি প্রতিরোধ পন্থা' অনুসরণ এবং পুষ্টির মাত্রা উন্নয়নে খাদ্য বিতরণ করা হচ্ছে।

৩. দুর্যোগ মোকাবিলায় পরিবার ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে কার্যকরভাবে প্রস্তুত: দুর্যোগ ঝুঁকি কমানো এবং জরুরি অবস্থা মোকাবিলায় স্থানীয় সক্ষমতাকে আরো জোরদার করা। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ সরকারের প্রচেষ্টা ও দীর্ঘমেয়াদি উদ্যোগগুলোকে সহায়তার মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংগঠনের মধ্যে সম্পর্ক শক্তিশালী করা হচ্ছে।

এসবের পাশাপাশি প্রসার একটি পদ্ধতিও তৈরি করবে যা দিয়ে খাদ্য নিরাপত্তা এবং এই কর্মসূচির সকল অর্জিত উন্নয়নের ঝুঁকি শনাক্ত করা যাবে। একই সাথে পদ্ধতিটি শনাক্তকৃত ঝুঁকিসমূহ মোকাবিলা করে টেকসই উন্নয়নে সাহায্য করবে।

কর্মসূচি: প্রোগ্রাম ফর স্ট্রেনদেনিং হাউজহোল্ড এ্যাকসেস টু রিসোর্সেস (প্রসার)

লক্ষ্য: খুলনা বিভাগের বিপদাপন্ন গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা হ্রাস করা

কর্ম এলাকা: নড়াইল, বাগেরহাট ও খুলনা জেলার লোহাগড়া, শরণখোলা ও বটিয়াঘাটা উপজেলার ২৩টি ইউনিয়ন

কর্মসূচির মেয়াদ: জুন ২০১০ - মে ২০১৫

আর্থিক সহায়তায়: ইউনাইটেড স্টেট এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএআইডি) ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অংশীদার সংগঠন: এগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট ইন্টারন্যাশনাল/ভলান্টিয়ার্স ইন ওভারসিস কো-অপারেটিভ এ্যাসিসটেন্স (এসিডিআই/ভোকা), বাংলাদেশ

বাস্তবায়ন অংশীদার: প্রজেক্ট কনসার্ন ইন্টারন্যাশনাল (পিসিআই), বাংলাদেশ

স্থানীয় অংশীদার সংস্থা: কোডেক, মুসলিম এইড ও সুশীলন

যোগাযোগ

ঢাকা অফিস: বাড়ি # ৩০, সড়ক # ১৯/এ, বনানী, ঢাকা-১২১৩

খুলনা অফিস: বাড়ি # ৪১১, সড়ক # ৪, ফেস-২, সোনাডাঙ্গা আ/এ, খুলনা-৯১০০

ফোন: +৮৮ ০২ ৮৮৩৬৮০১, ০৪১-৭২৪৩৮৭

পরিশিষ্ট ২

প্রাক/প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন প্রশ্নমালা

১. জননিরাপত্তার লক্ষ্য হল

- ক) সকলকে শারীরিক ক্ষতি থেকে নিরাপদ রাখা
- গ) সকলকে মানসিক ক্ষতি থেকে নিরাপদ রাখা
- খ) সকলকে সামাজিক ক্ষতি থেকে নিরাপদ রাখা
- ঘ) সকলকে শারীরিক, মানসিক বা সামাজিক ক্ষতি থেকে নিরাপদ রাখা

২. সুরক্ষা বলতে বোঝায়

- ক) ব্যক্তির অধিকারসমূহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গৃহীত সব কাজ
- গ) জনগোষ্ঠীর অধিকারসমূহ সাময়িকভাবে বিলোপ করা
- খ) শুধুমাত্র রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর কাজ প্রতিহত করা
- ঘ) দুর্যোগ আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকে সাহায্য করা

৩. জননিরাপত্তা ও সুরক্ষা সেবা প্রদানের জন্য গ্রামপুলিশের করণীয়

- ক) জনগোষ্ঠীকে কিভাবে জননিরাপত্তা ও সুরক্ষা সেবা দিতে হবে তা ভালভাবে জানা
- গ) সংশ্লিষ্ট সেবাদানকারী সংস্থাসমূহ সম্পর্কে জানা এবং কিভাবে এসব সংস্থার সাথে কাজ করা যায় তা জানা
- খ) জনগোষ্ঠীর কী ধরণের জননিরাপত্তা ও সুরক্ষা সেবার প্রয়োজন হতে পারে তা জানা
- ঘ) উপরের সবগুলো

৪. মানবিক বিপর্যয়

- ক) কোন ঘটনা বা ধারাবাহিক ঘটনাবলীর কারণে ব্যাপক সংখ্যক মানুষের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও কুশলের প্রতি মারাত্মক হুমকি
- গ) শুধুমাত্র প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট বিপর্যয়
- খ) শুধুমাত্র মানবসৃষ্ট সহিংস ঘটনার কারণে সৃষ্ট বিপর্যয়
- ঘ) দুর্ঘটনায় বহুলোকের মৃত্যুর ঘটনা

৫. দুর্যোগপীড়িত জনগোষ্ঠীর অধিকারের মূল ভিত্তি হল

- ক) আন্তর্জাতিক মানবিক আইনে মানবিকতার মূলনীতি
- গ) রাষ্ট্রের মূলনীতি
- খ) মানবিক সংগঠনগুলোর মূলনীতি
- ঘ) কোনটিই নয়

৬. মানবিক সহায়তার ন্যূনতম মান হল

- ক) মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় গুণগত মান সম্পন্ন সেবা ও সামগ্রী
- গ) মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ সেবা ও সামগ্রী
- খ) মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ ও গুণ সম্পন্ন সেবা ও সামগ্রী
- ঘ) মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক চাহিদা পূরণ

৭. জরুরি সাড়াদানে বৈচিত্র্য বিবেচনার মূল বিষয় হল

- ক) নারীর বিশেষ চাহিদা বিবেচনা করা
- গ) শিশুর বিশেষ চাহিদার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া
- খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বিশেষ চাহিদার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া
- ঘ) উপরের সবগুলো

৮. মানবিক বিপর্যয় ব্যবস্থাপনায় গ্রামপুলিশের সম্ভাব্য কাজ

ক) সতর্কবার্তা প্রচার

খ) আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা

গ) মানবিক সহায়তা বিতরণ ও সহায়তা প্রদানকারী দলের নিরাপত্তা

ঘ) উপরের সবগুলো

৯. জবাবদিহিতার মূল বিষয় হল

ক) সকলকে কার্যক্রম ও এর অগ্রগতি সম্পর্কে জানানো

খ) সকলের মতামত নেওয়া

গ) অভিযোগ গ্রহণ ও তার নিষ্পত্তি করা

ঘ) উপরের সবগুলো

১০. স্বচ্ছতা হল

ক) সততার সাথে কাজ করা

খ) কাজ এমনভাবে ব্যাখ্যা করা যাতে জনগোষ্ঠীর সবাই কাজের ধরণ ও ফলাফল সম্পর্কে সঠিক ধারণা পায়

গ) প্রতিশ্রুতি অনুসারে কাজ করা

ঘ) কাজ এমনভাবে করা যাতে অঙ্গিকার রক্ষা হয়

পরিশিষ্ট ৩
প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন মুডমিটার

নিচের ছকের যে কোন একটিতে √ চিহ্ন দিয়ে প্রশিক্ষণ সম্পর্কে আপনার অনুভূতি প্রকাশ করুন।

ভালো	মোটামুটি ভালো	ভালো না

সহায়কের জন্য নির্দেশনা

- বড় একটি পোস্টার পেপার বা ব্রাউন পেপারে ছকটিকে প্রস্তুত করুন।
- ছকটি পূরণ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদেরকে ভালোমত অবগত করুন।
- ছকটিকে প্রশিক্ষণ কক্ষের এমন একটি স্থানে লাগিয়ে দিন যেখানে স্বাচ্ছন্দ্যে অংশগ্রহণকারীগণ ছকটি পূরণে সক্ষম হবেন।
- পরিষ্কার করে বলুন যে, একজন অংশগ্রহণকারী শুধুমাত্র একবার ছকের একটি ঘরে √ চিহ্ন দিয়ে তার মতামত প্রকাশ করতে পারবেন।
- ছক পূরণের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীদেরকে অন্যের মতামত নেয়া থেকে বিরত থাকতে বলুন।
- প্রয়োজনে ছকটি পূরণে অংশগ্রহণকারীদেরকে সহায়তা করুন।

গ্রন্থপঞ্জী

অক্সফাম-জিবি (২০০৬) *দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল*, ঢাকা: অক্সফাম-জিবি বাংলাদেশ প্রোগ্রাম

ইসিবি বাংলাদেশ কনসোর্টিয়াম (২০১১) *জরুরি কার্যক্রমের প্রভাব পরিমাপ এবং জবাবদিহিতা*, ঢাকা: ইমার্জেন্সি ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রজেক্ট

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় (২০১০) *সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রারম্ভিক প্রশিক্ষণ-প্রশিক্ষণার্থী হ্যান্ডবুক*, ঢাকা: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো

বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত, এপ্রিল ৮, ২০০৯

Oxfam GB (2011) *Accountability Learning Pack in Humanitarian Response,* Dhaka: Oxfam International (Emergency) Capacity Building Project

PROSHAR (2012) *Disaster Risk Reduction Manual for UzDMC Members,* Khulna: PROSHAR

National Democratic Institute for International Affairs (2003) *Study Circle Discussion Guide: Union Parishad;* http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADO537.pdf

এই প্রকাশনাটি আমেরিকার জনগণের উদারতায় ইউএসএআইডি'র অর্থায়নে সম্ভব হয়েছে। এর সকল বিষয়বস্তুর দায়ভার এসিডিআই/ভিওসিএ'র সাব-রিসিপিয়েন্ট প্রজেক্ট কনসার্ন ইন্টারন্যাশনাল'র এবং এখানে প্রকাশিত মতামতের সাথে এসিডিআই/ভিওসিএ, ইউএসএআইডি বা আমেরিকার সরকারের মতামতের মিল নাও থাকতে পারে।

কারিগরী সহায়তায়

Network for Information, Response And Preparedness Activities on Disaster

nirapad